দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 APR 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

৯১

দশ ছাত্র গ্রেফতার ঃ আরও একজন ছুরিকাহত

ইসলামী ভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুষ্টিয়া, ২৯ এপ্রিল।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং শুক্রবার গুলিতে হতাহতের ঘটনায় আজ শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিকালের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পুলিশ সন্দেহজনকভাবে ১০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে এবং তল্লাশি চালিয়ে হল থেকে কিছু অস্ত্র উদ্ধার করেছে।

আজ শনিবার সকালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে একজন ছাত্র শিবির কর্মী ছুরিকাহত হয়েছে। তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাস এলাকায় পুলিশী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

অপরদিকে শুক্রবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইসলামী ছাত্র শিবির

(৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) **ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের**

ক্যাডারদের সশস্ত্র হামলায় নিহত কুমারখালী পৌরকমিশনার আলী আজম (৩৫)-এর লাশ আজ শনিবার তার কুমারখালী থানার গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়েছে।

আলী আজমের লাশ কুমারখালীতে পৌছানোর পর সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। আলী আজম নিহত হবার ঘটনার প্রতিবাদে বিকালে কুমারখালী পৌর চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম প্রামানিকের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি কুমারখালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে আগামী রোববার কুমারখালীতে অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, শুক্রবারের ছাত্র সংঘর্ষের জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরকে দায়ী করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কুষ্টিয়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে। ছাত্র শিবির শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত শুক্রবারের ছাত্র সংঘর্ষের জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে এবং গ্রেফতারকৃত শিবির কর্মীদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ নূরুল ইসলাম শনিবার এক বিবৃতিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতা-কর্মীদের উপর শিবির কর্মীদের বর্বরোচিত হামলার ফলে একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও খুনীদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়নের আহবান জানিয়েছেন।

শিবিরের অভিযোগ

ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম ও সেক্রেটারী জেনারেল মুহম্মদ আবদুল হালিম শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সহিংস ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় অভিযোগ করেছেন সশস্ত্র ছাত্রদলের কর্মীরা ক্যাম্পাসে শিবির কর্মীদের উপর হামলা ও দোকানপাট ভাংচুর করেছে। শিবির নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।